যুগান্তর
তারিখ ... 06 MAR 2008
পৃষ্ঠা ... ১২ কলাম ... ৭

# সিলেট বিভাগের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপর্যয়

রেজওয়ান আহমদ/আবদুর রশিদ রেনু, *সিলেট থেকে*

সিলেট বিভাগে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উদ্বেগজনক হারে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। প্রতি বছর দু'তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে নানা কারণে। যার হার মাধ্যমিকে ৬৬ ও উচ্চ মাধ্যমিকে ৭৪ ভাগ। শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে শিক্ষার চরম বিপর্যয় ও ধসের আশংকা করছেন বিশেষজ্ঞরা। ১৯৫১ সালের শুমারির দিকে নজর দিলেই তা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সেই সময়ে গোটা পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার হার সীমাবদ্ধ ছিল ১৮ দশমিক ৪ ভাগে। তখন সিলেট ছিল সর্বশীর্ষে, শিক্ষার হার ছিল ২৪ দশমিক ৪ ভাগ। একইভাবে তৎকালীন অবিভক্ত ভারতবর্ষের আসাম রাজ্যভুক্ত সিলেটের শিক্ষার চিত্র ছিল অনুকরণীয়। ২০০২ সালের সাক্ষরতা জরিপে দেখা গেছে, জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষার হার যেখানে ৪১ দশমিক ৪ ভাগ, সেখানে সিলেটের হার ৩৩ দশমিক ৬ ভাগ। সম্প্রতি একটি বেসরকারি হিসাবে দেখা গেছে, সিলেটে শিক্ষার হার মাত্র ২৭ দশমিক ৯ ভাগ। সিলেট শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার গত কয়েক বছরের সার্বিক ফল বিশ্লেষণে এ চিত্র বেরিয়ে এসেছে। সিলেট অঞ্চলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৯৭ ভাগের বেশি। বোর্ড অনুমোদিত ৭শ' বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ২০টি সরকারি এবং ৬৮০টি বেসরকারি। প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা পর্ষদের দলাদলির কারণে বোর্ডে মামলা চলছে ৬০টিরও বেশি। তাছাড়া সিলেটের অধিকাংশ উপজেলায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনও জনসংখ্যার তুলনায় অপ্রতুল। উদ্যোক্তার অভাবে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে না।

### মাধ্যমিকে ঝরে পড়ছে ৬৬ ভাগ শিক্ষার্থী

সিলেট শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০০২ সাল থেকে ২০০৭ সালের এসএসসি পরীক্ষার জন্য মোট ২ লাখ ৪৫ হাজার ৬৯ জন শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করে। এর মধ্যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ১ লাখ ৭৫ হাজার ৪৬৯ জন। পরীক্ষা না দিয়েই ঝরে পড়ে ৬৯ হাজার ৬০০ শিক্ষার্থী। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পাস করে ৮৩ হাজার ৬৭২ জন। পাস করতে না পেরে ঝরে পড়ে ৯১ হাজার ৭৯৭ জন। দু'ধাপে মোট ১ লাখ ৬১ হাজার ৩৯৭ জন শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। এই সময়ে গড়ে প্রতি বছর ২৬ হাজার ৮৯৯ জন শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় ইতি টানছে। যার শতকরা হার ৬৫ দশমিক ৮৫ ভাগ। বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী ২০০০-০১ শিক্ষাবর্ষে এসএসসি'র জন্য রেজিস্ট্রেশন করে ৩৯ হাজার ৫২৬ জন শিক্ষার্থী। ২০০১ সালের পরীক্ষায় পাস করতে না পারায় ১৫ হাজার ৩৫১ জনসহ ২০০২ ... দিয়েছিল ৩২ হাজার ৮৫১ জন। পরীক্ষা না দিয়েই ২২ হাজার ৭০৭ জন শিক্ষার্থী ঝরে যায়। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পাস করে ১৩ হাজার ৭৮৬ জন। পাস না করায় ওই বছর ঝরে পরে ৫৮ দশমিক ০৪ ভাগ। ২০০১-০২ শিক্ষাবর্ষে এসএসসি'র জন্য রেজিস্ট্রেশন করে ৩৮ হাজার ১৬৭ জন। আগের বার ফেল করা ১৯ হাজার ৬৫ জনসহ ২০০৩ সালের পরীক্ষায় ৫৭ হাজার ২৩২ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়ার কথা। কিন্তু ২০০৩ সালের পরীক্ষায় অংশ নেয় ৩০ হাজার ৫৪২ জন। এ বছর পরীক্ষা না দিয়ে ঝরে পড়ে ২৬ হাজার ৬৯০ জন শিক্ষার্থী। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পাস করেছিল ১৩ হাজার ৭৯০ জন। পাস না করায় ওই বছর ঝরে পড়ে ৫৪ দশমিক ৮৫ ভাগ। ২০০২-০৩ শিক্ষাবর্ষে এসএসসি'র জন্য রেজিস্ট্রেশন করে ৪১ হাজার ৬৭৫ জন। আগের বার পাস করতে না পারা ১৬ হাজার ৭৫২ জনসহ ২০০৪ সালে ৫৮ হাজার ৪২৭ জন পরীক্ষার্থী হওয়ার কথা। কিন্তু পরীক্ষা দেয় ১৯ হাজার ২৩১ জন শিক্ষার্থী। পরীক্ষা না দিয়ে ড্রপআউট হয় ৩৯ হাজার ১৯৬ জন। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পাস করেছিল ৮ হাজার ৯৭৮ জন। পাস না করায় ওই বছর ঝরে পড়ে ৫৩ দশমিক ৩২ ভাগ। ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষে এসএসসি'র জন্য রেজিস্ট্রেশন করে ৪০ হাজার ৭৭৬ জন। আগের বছর ফেল করা ১৩ হাজার ৩৮৪ জনসহ ২০০৫ সালের পরীক্ষায় ৫৪ হাজার ১৬০ জন অংশ নেয়ার কথা। কিন্তু পরীক্ষায় ২৯ হাজার ৪৫৯ জন অংশ নেয়। ড্রপআউট হয় ২৪ হাজার ৭০১ জন। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পাস করে ১৪ হাজার ২৮০ জন। পাস না করায় ওই বছর ঝরে পড়ে ৫১ দশমিক ৫২ ভাগ। ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষে এসএসসি'র জন্য রেজিস্ট্রেশন করে ৪১ হাজার ৪০২ জন। আগের বার ফেল করা ১৫ হাজার ১৭৯ জনসহ ২০০৬ সালে ৫৬ হাজার ৫৮১ জন শিক্ষার্থীর পরীক্ষা দেয়ার কথা। ওই বছর পরীক্ষা দেয় ৩১ হাজার ৮৪ জন। ওই বছর ২৫ হাজার ৪৯৭ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা না দিয়ে ঝরে যায়। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ১৭ হাজার ৫৬৮ জন পাস করে। পাস না করায় ওই বছর ঝরে পড়ে ৪৩ দশমিক ৪৯ ভাগ। ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে এসএসসি'র জন্য রেজিস্ট্রেশন করে ৪৩ হাজার ৩০৯ জন। আগের বছরের ফেল করা ১৩ হাজার ... কথা। কিন্তু ওই বছর পরীক্ষা দেয় ৩২ হাজার ৩০২ জন। পরীক্ষা না দিয়ে ঝরে পড়ে ২৪ হাজার ৫২৩ জন শিক্ষার্থী। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পাস করেছিল ১৫ হাজার ২৭০ জন। পাস না করায় ওই বছর ঝরে পড়ে ৫২ দশমিক ৭৩ ভাগ। ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে এসএসসি'র জন্য রেজিস্ট্রেশন করে ৪৭ হাজার ২০ জন। আগের বছরের অকৃতকার্য ১৭ হাজার ৩২ জনসহ চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষায় ৬৪ হাজার ৫২ জন অংশ নেয়ার কথা। এর বিপরীতে এবার পরীক্ষার্থী হচ্ছে ৩১ হাজার ৭২৬ জন। পরীক্ষা না দিয়েই ঝরে পড়েছে ৩২ হাজার ৩২৬ জন শিক্ষার্থী। চলতি বছর সিলেট জেলার ৯ হাজার ২৮৫ জন, মৌলভীবাজার জেলার ৪ হাজার ২৯৫ জন, হবিগঞ্জ জেলার ৩ হাজার ১৭৪ জন ও সুনামগঞ্জ জেলার ২ হাজার ৮৩৯ জন পরীক্ষার্থী রয়েছে।

### উচ্চ মাধ্যমিকে ঝরে পড়ছে ৭৪ ভাগ শিক্ষার্থী

সিলেট শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ চারটি এইচএসসি পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছিল ৯৪ হাজার ৩০৬ জন শিক্ষার্থী। চারটি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৭৩ হাজার ৩৬৪ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে পাস করেছিল ৩৯ হাজার ৯৮৮ জন শিক্ষার্থী। অকৃতকার্য হয়েছিল ৩৩ হাজার ৩৭৬ জন। এ চার বছরে পাস করতে না পেরে গড়ে প্রতি বছর ঝরে পড়ে ৪৫ দশমিক ৫০ ভাগ শিক্ষার্থী। পরীক্ষা না দিয়েই ঝরে পড়ে ২০ হাজার ৯৪২ জন। যার শতকরা হার ২৮ দশমিক ৫৪ ভাগ। নির্ধারিত সময়ে দুই ক্ষেত্রে প্রতি বছর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর শতকরা হার প্রায় ৭৪ ভাগ। ২০০২-০৩ শিক্ষাবর্ষে এইচএসসিতে রেজিস্ট্রেশন করেছিল ১৫ হাজার ২১৫ জন। '০৩ সালের পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছিল ১২ হাজার। সে হিসাবে ২০০৪ সালে মোট পরীক্ষার্থী হতো ২৭ হাজার ২১৫ জন। পরীক্ষা দেয় ১৯ হাজার ৮১৮ জন। পরীক্ষা না দিয়েই ঝরে পড়ে ৭ হাজার ৩৯৭ জন। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পাস করে ৮ হাজার ৯৭৮ জন। পাস না করায় ওই বছর ঝরে পড়ে ৪৩ দশমিক ৩১ ভাগ। ২০০৩-০৪ সালের জন্য রেজিস্ট্রেশন করে ১০ হাজার ৭০৫ জন শিক্ষার্থী। আগেরবার অকৃতকার্য ১০ হাজার ৮৪০ জনসহ ... পরীক্ষা দেয় ১৭ হাজার ৪২৩ জন। পরীক্ষা না দিয়েই ঝরে পড়ে ৪ হাজার ১২২ জন। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পাস করেছিল ৭ হাজার ৫৯৪ জন। পাস না করায় ওই বছর ঝরে পড়ে ৫৫ দশমিক ৬০ ভাগ। ২০০৪-০৫ সালের জন্য রেজিস্ট্রেশন করে ১৪ হাজার ৬৮০ জন শিক্ষার্থী। আগেরবার অকৃতকার্য ৯ হাজার ৮২৯ জনসহ ২০০৬ সালের পরীক্ষা দেয়ার কথা ২৪ হাজার ৫০৯ জনের। পরীক্ষা দেয় ১৮ হাজার ৯১৮ জন। পরীক্ষা না দিয়েই ঝরে পড়ে ৫ হাজার ৫৯১ জন। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পাস করেছিল ১২ হাজার ২১৮ জন। পাস না করায় ওই বছর ঝরে পড়ে ৩৪ দশমিক ৫৫ ভাগ। ২০০৫-০৬ সালের জন্য রেজিস্ট্রেশন করে ১৪ হাজার ৩৩৭ জন শিক্ষার্থী। আগেরবার অকৃতকার্য ৬ হাজার ৭০০ জনসহ ২০০৭ সালের পরীক্ষা দেয়ার কথা ২১ হাজার ৩৭ জনের। পরীক্ষা দিয়েছিল ১৭ হাজার ২০৫ জন। পরীক্ষা না দিয়েই ঝরে পড়ে ৩ হাজার ৮৩২ জন। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পাস করেছিল ১১ হাজার ১৯৮ জন। পাস না করায় ওই বছর ঝরে পড়ে ৩৪ দশমিক ০২ ভাগ।

### উদ্বিগ্ন সচেতন মহল

সিলেট বিভাগে প্রতি বছর ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভাবিয়ে তুলেছে স্থানীয় সচেতন মহলকে। তারা এ নিয়ে অনেকটা উদ্বিগ্ন। ঝরে পড়া রোধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেয়া হলে সিলেটের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপর্যয় নেমে আসবে বলে তারা মন্তব্য করেন। সিলেট বিভাগে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ সম্পর্কে সিলেট শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এসএম আবদুল খালেক যুগান্তরকে জানান, আর্থিক সংকট, বিদেশ প্রবণতা ও বাল্যবিবাহসহ বিভিন্ন কারণে শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়ছে। এ ব্যাপারে সিলেটের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কুমিল্লা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ আবদুল আজিজ ঝরে পড়ার একটি অন্যতম কারণ হিসেবে সিলেট শিক্ষা বোর্ডের কাঠামোগত জটিলতাকে দায়ী করেন। পাশাপাশি এ অঞ্চলের অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনীয় শিক্ষার আগেই কাজে লাগাতে চান। তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি একটি অনীহা দেখা দিয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়ছে। মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতর সিলেটের উপ-পরিচালক আবদুল হান্নান মনে করেন, এ অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের ওপর প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব ঝরে পড়ার একটি অন্যতম কারণ। পাশাপাশি রয়েছে বিদেশ প্রবণতা। এ ব্যাপারে অভিভাবকদের সতর্ক হওয়া উচিত। তিনি বলেন, বিশেষ করে সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা আর্থিক সংকটের কারণে ঝরে পড়ছে। যার প্রভাব পড়ছে গোটা বিভাগের ওপর।

**মাধ্যমিকে ৬৬ ও উচ্চ মাধ্যমিকে ৭৪ ভাগ শিক্ষার্থী প্রতি বছর ঝরে পড়ছে**